



137931 - নজিরে জন্মদনি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদনি রোযা রাখা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সহি মুসলমি, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি বলেন: “এটি এমন দিন যে দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি...” এ হাদিসের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির জন্ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদনি রোযা রাখা জায়যে হবে কি? অনুরূপভাবে নজিরে জন্মদনি রোযা রাখা জায়যে হবে কি? আশা করা বিষয়টি পরিস্কার করবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সহি মুসলমি আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “এটি এমন দিন যে দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যদিন আমার ওপর ওহী নাযলি হয়”।

ইমাম তরিমযি (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “প্রতি সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে আমলনামা পশে করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি আমি রোযা রেখেছি এমতাবস্থায় যনে আমার আমলনামা উপস্থাপন করা হয়” [তরিমযি হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করছেন। আলবানী ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করছেন]

পূর্ববক্ত হাদিস থেকে জানা গেলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার তাঁর জন্মদনি হওয়ার কারণে যমেন রোযা রেখেছেন তমেনি এ দিনটির মর্যাদার কারণে রোযা রেখেছিলেন। কনেনা এ দিনে আল্লাহ তাঁর ওপর ওহী নাযলি করছেন। এ দিনে তাঁর আমলনামা আল্লাহর কাছে পশে করা হয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা থাকা অবস্থায় তাঁর আমলনামা পশে হওয়া চাইতনে। এজন্য ঐ দিনে রোযা রাখার অনেকেগুলো কারণে মধ্যযে ঐ দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হওয়াটাও একটি কারণ।

সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত সোমবারে রোযা রাখতে চান, এর মাধ্যমে ক্বমার আশা



করনে, আল্লাহ তার বান্দাদরেককে যবে সব নয়োমত দয়িছেনে সগেলোর শুরকরয়ি আদায় করতচে চান; যবে নয়োমতগুলোর মধ্যচে সরো নয়োমত হচ্ছবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্ম ও তাঁর নবুয়ত এবং সেই দিনে ক্শমাপ্রারথীদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করনে— তাহলে এটি একটি ভাল আমল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, বিশিষে কোন সপ্তাহে এ আমলটি করা অন্য সপ্তাহে না করা এবং বিশিষে কোন মাসে এ আমলটি করা অন্য মাসে না করা— এমনটি যনে না হয়। বরং ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী সবসময় এটি করবে।

আর মলিাদুন্নবী পালনরে উদ্দেশ্যে বছররে বিশিষে একটি দিনে এ আমলটি করা— এটি বিদিআত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুন্নাহর খলোফ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে রোযা রেখেছেন। অথচ মলিাদুন্নবী পালনরে নরিদ্ষিট এ দিনটি সোমবারেও পড়তে পারে; আবার সপ্তাহরে অন্য কোন দিনেও হতে পারে।

মলিাদুন্নবী পালনরে হুকুম ও এ সম্পর্কে জানতে পড়ুন [13810](#) নং ও [70317](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

বর্তমানে সাধারণ মানুষরে মাঝে ‘জন্মদিন’ পালনরে নামে বিশিষে দিন উদযাপনরে যবে প্রথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে— এটি বিদিআত ও শরয়িত বরিওধী। ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা ছাড়া মুসলমানদরে আর কোন উৎসব (দিন পালন) নহে। ইতপূর্বে একাধিক প্রশ্নোত্তরে সে বিষয়টি আলোচতি হয়ছে। পড়ুন [26804](#) নং ও [9485](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এছাড়া যবে নবী হচ্ছনে— প্রকৃত নয়োমত ও সকল মানুষরে জন্ম রহমত, যাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন, “আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্ম রহমতস্বরূপ প্রেরণ করছে” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭], যনি হচ্ছনে সকল মানুষরে জন্ম কল্যাণরে পথ উন্মোচনকারী তাঁর জন্মদিন এর সাথে অন্য মানুষরে জন্মদবিস বা মৃত্যুদবিসরে তুলনা কভিবে চল?

তাছাড়া তাঁর সাহাবীগণ ও তাদের পরবর্তী সলফে সালহৌনরে কটে কি এমন কিছু পালন করছেন?

বরং সলফে সালহৌন ও পূর্ববর্তী আলমেদরে কটে এ কথা বলছেন বলে জানা যায় না যবে, সপ্তাহরে বিশিষে একটি দিনে, কথিবা মাসরে বিশিষে একটি দিনে, কথিবা বছররে বিশিষে একটি দিনে রোযা রাখা কথিবা সে দিনটি উদযাপন করা শরয়িতসম্মত; যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তাহরে যবে বারটিতে জন্মগ্রহণ করছেন সেই বারে অর্থাৎ সোমবারে রোযা রাখতনে। যদি এটা শরয়িতসম্মত আমল হত তাহলে পূর্ববর্তী আলমেগণ ও নকৌর কাজে অগ্রগামী ব্যক্তিগণ এ দিনটি পালন করতনে। যখন তাঁরা সটো করনেনি কাজহে জানা গেলে যবে, এটি নব-প্রচলতি; এটি পালন করা যাবে না।